ব্রিক লেনে কালচারাল ট্রেইল (Cultural Trail)

ব্রিক লেন / অজবর্ন স্ট্রিটের ছয়টি তথ্য সম্বলিত বোর্ডের প্রতিটিতে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

বোর্ডগুলিতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ২০টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির নাম নিচে উল্লেখ করা হলঃ

(১) বাউন্ডারী এস্টেট
(২) রেডচার্চ স্ট্রিট
(৩) ব্রিক লেন সানডে মার্কেট
(৪) স্ক্যাটার স্ট্রিট
(৫) সেন্ট ম্যাথুজ্ চার্চ
(৬) বিশপসগেটগুডস্ ইয়ার্ড
(৭) ওল্ড ট্রুম্যান ব্রুয়ারি
(৮) কমার্শিয়াল স্ট্রিট
(৯) প্রিন্সলেট স্ট্রিট
(১০) ব্রিক লেন জামে মসজিদ
(১১) পুমা কোর্ট
(১২) ক্রাইস্ট চার্চ স্পিটালফিল্ডস্
(১৩) ওল্ড স্পিটালফিল্ডস্ মার্কেট
(১৪) ফার্নিয়ার স্ট্রিট
(১৫) ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল
(১৬) ফ্যাশন স্ট্রিট
(১৭) হোয়াইটচ্যাপেল আর্ট গ্যালারী
(১৮) আলতাব আলী পার্ক
(১৯) হোয়াইটচ্যাপেল বেল ফাউন্ড্রী
(২০) টয়েনবি হল

এই সাইট নাম্বারগুলির রেফারেন্স নিচের লেখার ভেতরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি ইনফরমেশান বোর্ডে নিচের তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে যেগুলি প্রতিটি বোর্ডেই উল্লেখ করা আছে এবং এগুলি পড়লে এই এলাকার সাধারণ ইতিহাস জানা যাবে।

<u>ব্রিক লেনের ইতিহাস</u>

ব্রিক লেনে সবসময়ই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং সারা পৃথিবী থেকে অভিবাসীরা এসে বসত করেছে, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় আর জাতি পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে।

১৫০০ শতক থেকেই ব্রিক লেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা যায়, তখন এটি সিটি অফ লন্ডনের বাইরে একটি মেঠো রাস্তা ছিল। মধ্যযুগীয় অগাস্টিনিয়ান প্রায়োরি অফ সেন্ট মেরি স্পিটালের পূর্ব দিকের সীমানা ঘেঁষে এটি গড়ে উঠেছিল, এর থেকেই স্পিটালফিল্ডস্ নামকরণ করা হয়েছে। এখানে যে ফ্লেমিশ বাসিন্দারা ছিলেন তারা ইটের টুকরা নিয়ে এসেছিলেন, এখান থেকেই এই স্ট্রিটের নামকরণ করা হয়। তখন এখানে খামার এবং তীর চালনা অনুশীলনের মত কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হত।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এখানে বাড় মাপের নগর পত্তন ও এর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়নি। এসময় থেকে সিটি অফ লন্ডনের সাথে ব্রিক লেনের সংযুক্তকারী অনেক রাস্তা গড়ে তোলা হয় এবং এই এলাকাটি তখন থেকে বর্তমানে যে আকৃতিতে আছে সেই আকৃতিতে গড়ে ওঠা শুরু করে।

১৬৮০ সাল থেকে ফ্রান্সের প্রোটোস্ট্যান্ট হিউগোনট শরনার্থীরা ধর্মীয় কোপানলের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যাপক হারে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। তারা তাদের সাথে করে ন্যান্টস্, লিওন এবং ফ্রান্সের অন্যান্য শহর থেকে রেশমী কাপড় বোনার দক্ষতা নিয়ে আসে, এর ফলে স্পিটালফিল্ডস্ লন্ডনের রেশম বয়নের কেন্দ্রে এবং পরে এটি কাপড় তৈরীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। যদিও এই কমিউনিটি বহুদিন হল হারিয়ে গেছে কিন্তু আজও পর্যন্ত কাছেপিঠের রাস্তাগুলির সুন্দর বাড়ীগুলির ভেতরে তাদের প্রভাবের নিদর্শন মেলে

এই এলাকার উন্নয়নের সাথেসাথে এখানকার ভবনগুলির উন্নয়নও ঘটতে থাকে, ১৭২৯ সালে নিকোলাস হকস্মুরের নকশায় কমার্শিয়াল স্ট্রিটে সুদৃশ্য ও মনোরম ক্রাইস্ট চার্চ স্পিটালফিল্ডস্ নির্মাণ করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনার ভেতরে আছে ব্রিক লেনের হিউগোনট চার্চ যেটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, ১৭৪৪ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়।

১৭৭৮ সালের পরে ব্রিক লেনকে চওড়া এবং এর নানাবিধ উন্নয়ন করা হয় এবং এরপরে এটি বর্তমানে যেমন আছে সেই আকারটি পায়। অষ্টদশ শতাব্দীতে সিটির সীমানার বাইরে কৃষকদের গবাদীপশু ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য ব্রিক লেন মার্কেট উন্নয়ন করা হয় এবং আজো পর্যন্ত এখানে সাধারণ উপকরণ বিক্রির জন্য সানডে (রবিবার) বাজার বসে।

১৬৬৬ সালের সমকালীন সময় থেকে এখানে মদ তৈরী শিল্প বেশ সক্রিয় ছিল, ১৬৭৯ সালে জোসেফ ট্রুম্যান এখানে একটি চোলাইখানা (ব্রুয়ারী) কেনেন। এই ধারা সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলতে থাকে যখন ব্রিক লেনে ডাইরেক্টরস্ হাউজ নির্মাণ করা হয়, এই জায়গাটি মদ তৈরীর কাজে ১৯৮০র দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং তারপর এই চোলাইখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই জায়গাটি এখন শিল্পকলা ও ব্যবসার প্রাণবন্ত কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই এলাকায় ইঁহুদীরা এসে বসতি গড়ে তোলে। ১৮৮০র দশক থেকে হাজারো ইদ্দিশভাষী রাশিয়ান ইঁহুদীরা এখানে থাকার জন্য আসতে থাকে। এই সময়েই লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের (ইস্ট এন্ড) ঘনবসতির যে বদনাম আছে সেটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যে এটি খুব সুন্দর ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকের ভেতরে এই ইঁহুদী সম্প্রদায় আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল হয়ে ওঠে এবং তখন থেকেই তারা লন্ডনের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে ব্লিৎজ্ হয়েছিল তারফলে তাদের এই সরে পড়া তরান্বিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে এই এলাকায় নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট

জেলার অভিবাসীরা যুদ্ধের সময়ে সওদাগরী নৌবাহিনীতে (মার্চেন্ট নেভি) দায়িত্ব পালন শেষে লন্ডনে এসে বসত গাড়েন। তারা ব্রিক লেন এলাকায় নিজেদের ঘরবাড়ী গড়ে তোলেন। এখানে তারা ইঁহুদীদের পোষাক তৈরীর কারখানায় কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে এগুলির মালিকানা গ্রহণ করেন অথবা তাদের নিজস্ব ব্যবসা চালু করেন, এর ভেতরে আছে বিখ্যাত কারি রেস্টুরেন্ট যার জন্য এই এলাকাটি এখন বিখ্যাত।

ফ্লেমিশ, ফরাসী, রাশিয়ান, বাঙ্গালী, প্রোটোস্ট্যান্ট, ইঁহুদী আর মুসলমান - ব্রিক লেন কালের স্রোতে সবাইকে নিজের বুকে স্বাগত জানিয়েছে। এখন এটি ফ্যাশন, শিল্পকলা, বিনোদন, মুদিখানা এবং ছোটখাট ব্যবসার একটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই এলাকার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সোনালী ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক মিশ্রণ নানাবিধ প্রভাবের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, কিন্তু এখানে পরবর্তীতে যে অভিবাসীরা এসেছেন তারাও প্রচুর সাংস্কৃতিক এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই এলাকায় অবদান রেখেছেন।

বর্তমানে এটি যে রূপ গ্রহন করেছে সেটি স্থানীয় কমিউনিটির আন্তরিক ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং তারা এখানে হুমকিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ঐতিহাসিক ভবনগুলি রক্ষা ও সেগুলির টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করেছেন।

এই কালচারাল ট্রেইলের পেছনে অর্থসাহায্য জুগিয়েছে বিশপস্ স্কোয়ার ডেভলাপমেন্টের পরিকল্পনা অবদান।

সাইটের নিজস্ব লেখা

প্রতিটি ইনফরমেশান বোর্ডে যা লেখা আছে সেখানে এর আশেপাশের এলাকার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস ও এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বোর্ডে যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে সেই লেখার পুরো বিবরণ নিচে দেয়া হয়ঃ

অবস্থান ১ - ব্রিক লেন, বেথনাল গ্রীন রোডের সরাসরি দক্ষিনে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

রেডচার্চ স্ট্রিট (২) ইনার (ভেতর) লন্ডনের প্রান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহাসীক রাস্তার নকশার স্মৃতিচিহ্ন। এর পশ্চিমে আছে বাউন্ডারী স্ট্রিট যেটি শোর্ডিচ ও বেথনাল গ্রীনের পেরিশের ভেতরে সীমারেখা হিসাবে বিরাজ করত। এর কাছেপিঠে অষ্টদশ শতাব্দী এবং এরপরে নির্মিত ভবন আছে, এর ভেতরে আছে ১১৩-১১৫ রেডচার্চ স্ট্রিট, এগুলি ১৭৩৫ সালে নির্মিত তাঁতীদের তিন তলার ঘর।

ভিক্টোরিয়ান যুগে এই এলাকাতে ক্যাবিনেট (আলমারি) তৈরীর শিল্পের প্রসার ঘটে এবং সেইসাথে বৃহৎ পরিসরে নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয়। এই সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য ভিক্টোরিয়ান ও এডওয়ার্ডিয়ান ফ্রন্টেজের (ঘরের সন্মুখভাগ) সূচনা ঘটে। এই ভবনের অনেকগুলি লাল ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এবং এগুলির বৈশিষ্ঠ্য যে বাড়ীগুলি ছিল কোণার দিকে। এই এলাকার বর্তমানে মিশ্র ধারা লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী পর্যায়গুলিতে এই পুরো এলাকাতে যে উন্নয়ন কর্মকান্ড হয়েছে তারফলে এই ধারাটি গড়ে উঠেছে। ভবনগুলি মেরামত করা হয়েছে অনেকগুলি ভেঙ্গে সেখানে নতুন ভবন তৈরী করা হয়েছে, অনেকগুলি পর্যায়ক্রমে বদলানো হয়েছে। এর উল্টোদিকে ১২৩-১৫৯ বেথনাল গ্রীন রোডে উৎকৃষ্ট মানের ভিক্টোরিয়ান টেরেসের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে কিছু ঐতিহাসিক সরাইখানা দেখতে পাওয়া যায়, এরমধ্যে আছে ক্লাব রো এবং বেথনাল গ্রীন রোডের কোণায় অবস্থিত তিন তলার ভবন যেটি আগে নেভ অফ ক্লাবস্ পাবলিক হাউজ ছিল। এতে খুব সূক্ষ কাজের কানির্শ এবং একটি প্যারাফেট, রাস্টিকেটেড স্টাক্কো ব্যান্ড ও স্টাক্কো আর্কিট্রেভস্ আছে, এর ভেতরে উনবিংশ শতাব্দীর অত্যুৎকৃষ্ট পাব আয়না (মিরর) আছে। কাছেই বেথনাল গ্রীন রোডে আছে রিচ মিক্স সেন্টার, এটি একটি আন্ত-সাংস্কৃতিক শিল্পকলা কেন্দ্র, ২০০২ সালে স্থপতি পেনইর এ্যান্ড প্রাসাদ এটির নকশা করেছে, এর সামনের দিকে বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ ল্যুভ দেখা যায়।

লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ১৮৮৯ সালে লন্ডনের সোশ্যাল হাউজিংয়ের দায়িত্ব গ্রহনের পরে ১৮৯৩-১৯০০ সালে বাউন্ডারী এস্টেট (১) নির্মিত হয়। এই এস্টেটটি এলসিসি নির্মিত প্রথম ভবন এবং এখানে পাঁচ তলা ফ্ল্যাটের বিশটি ব্লক, দুটি স্কুল, স্থানীয় কারখানা এবং বাণিজ্যিক দোকান আছে। এর সবগুলি একটি সেন্ট্রাল "সার্কাস" কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটি ইটের বৈশিষ্ঠ্যমন্ডিত আর্টস্ এ্যান্ড ক্র্যাফটস্ আদলে তৈরী করা হয়েছে। এখানে আগে ভিক্টোরিয়ান আমলে নিকহোল নামে কুখ্যাত একটি বস্তি ছিল, সেই জায়গাতে এই এস্টেটটি নির্মাণ করা হয়। বৃত্তাকার বাউন্ডারী গার্ডেনস্ এখন একটি পার্ক এবং এটি এস্টেটের কেন্দ্রে অবস্থিত। আজ এটি একটি প্রাণবন্ত কমিউনিটির আবাস যেখানে রোচেল স্কুল একটি আর্ট ফাউন্ডেশান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হুইটবি স্ট্রিটে ২০০২ সালে স্থপতি ডেভিড আদজায়ে "ডার্টি হাউজ" নির্মাণ করেন, এটি এই এলাকার একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি একটি গুদামঘরকে রূপান্তরের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে, এর বাইরের দিক কাল রংয়ের, কাচের জানালা ধোঁয়াটে এবং ছাঁদের উপরে টেরেস আছে। কাছেই ১৬ ক্লাব রো বাড়ীটি ছোট কিন্তু নগরায়নের জন্য অত্যন্ত চিন্তাপ্রসূত কল্পনার ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায় এতে।

রেডচার্চ স্ট্রিট, বাউন্ডারী এস্টেট এবং ব্রিক লেন - এই সবগুলি জায়গা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।

অবস্থান ৩ - ব্রিক লেন, চেশায়ার স্ট্রিটের উল্টোদিকে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

স্ক্যাটার স্ট্রিটের (৪) উত্তর দিকে তাঁতীদের পুরাতন ঘরগুলি এবং চেশায়ার স্ট্রিটের সাথে ব্রিক লেনের সংযোগস্থলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাণিজ্যিক আবাসিক ভবন আছে, এর সামনের দিকটি উনবিংশ শতাব্দীতে পুণঃনির্মাণ করা হয়েছে। ১২৫ ব্রিক লেন ১৭৭৮ সালে উপরের তলায় তাঁতীদের কারখানাসহ পুণরায় নির্মাণ করা হয়। এখানে দক্ষিনের দেয়ালে একটি সুদৃশ্য স্থাপত্যশিল্প সমৃদ্ধ খোদাই (প্লাক) আছে, এর কাঠামোটি ধ্রুপদী এবং এতে লেখা আছে "এটি স্ক্যাটার স্ট্রিট ১৭৭৮"।

স্ক্যাটার স্ট্রিট (৪) হিউগোনটদের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে জ্যান্ত হাঁস ও মুরগী কেনাবেচার কেন্দ্র হিসাবে বজায় ছিল। এখানে রাস্তার দুই পার্শ্বে লম্বা সারীতে তাঁতীদের বসতী ছিল, কিন্তু এখন শুধুমাত্র আরো দক্ষিনে ৭০-৭৪ নাম্বার ঘরগুলি টিকে আছে। এখন এখানে রবিবার জমজমাট ব্রিক লেন মার্কেট (৩) বসে।

এর কাছেই কমার্শিয়াল স্ট্রিটে বিশপস্‌গেট গুডস্ স্টেশানের সুবিধার জন্য ১৮৪০ সালে ইস্টার্ন কাউন্টিজ্ রেলওয়ে প্রথমবারের মত বিরাট আকারের বিশপস্‌গেট গুডস্ ইয়ার্ড (৬) নির্মাণ করে।। এখন এই স্টেশানের প্রায় কিছুই অবশিষ্ঠ নেই এবং এই জায়গাটি মিশ্র কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং সেই অনুসারে এটিকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ভেতরে একটি চমৎকার নতুন পার্ক আছে, নতুন শোর্ডিচ স্টেশানটি এই কাজের প্রথম পর্যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্রেইথওয়েইট ভায়াডাক্ট টিকে আছে এবং স্ক্যাটার স্ট্রিটে একটি আর্কেডকৃত দেয়ালের সাথে এটিকে নতুন উন্নয়ন কাজের সালে সংযুক্ত করা হবে।

কমার্শিয়াল স্ট্রিট (৮) এবং ওল্ড ট্রুম্যান ব্রুয়ারীর পশ্চিম পাশের জায়গাটি চারিত্রিক দিক থেকে ভিক্টোরিয়ান আমলের এবং এখানে শিল্প, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের বৈচিত্র্যময় মিশ্রণ দেখা যায়। এই রাস্তার আসল নকশাটি রেলপথের ফলে উত্তরের যে জায়গা আলাদা হয়ে গেছে সেটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কমার্শিয়াল স্ট্রিট ১৮৪০ সালে নির্মিত হয় এবং এটিও এই জায়গাটির দক্ষিন-পূর্ব বরাবর অবস্থিত। ভিক্টোরিয়ান আমলের গুদামঘরের ভবন, অবাসিক ঘর, আগেকার পুলিশ স্টেশান, বাণিজ্যিক সরাইখানা এবং সম্প্রতি নির্মিত মিশ্র ব্যবহারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই এলাকার মজবুত ও সুদৃঢ় নগর চরিত্র বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।

বেথনাল গ্রীনে নতুন গড়ে ওঠা পেরিশের সুবিধার্থে ১৭৪৬ সালে স্থপতি জর্জ ড্যান্সের নকশায় সেন্ট ম্যাথুজ্ রোতে অবস্থিত সেন্ট ম্যাথুজ্ চার্চের (৫) নির্মাণকাজ শেষ হয়। এর সুদৃশ্য টাওয়ার ও খিলান জানালা উল্লেখযোগ্য এবং চার্চটি ধ্রুপদী ধারায় নির্মাণ করা হয়েছে, ব্লিৎজের সময় এটি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৯৫৮ সালে এটি পুণঃনির্মাণ করা হয়। কাছের চেশায়ার স্ট্রিট ভিন্ন নকশার রাস্তার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, এগুলি ব্রিক লেনের পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত, ঘনিষ্টভাবে গড়ে ওঠা ভবন এগুলির বৈশিষ্ট্য। ২-৩৮ চেশায়ার স্ট্রিটের গ্র্যান্ড টেরেস এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, এটি ১৮৭২ সালে নির্মিত এবং ৩ তলা উঁচু, এর ছাঁদ ম্যানসার্ড এবং ১৯৯১ সালে এটি খুব সুন্দরমত সংস্কার করে উন্নতমানের দোকানের সম্মুখভাগ নির্মাণ করা হয়েছে।

ব্রিক লেন এবং এর আশেপাশের প্রতিটি রাস্তা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।

<u>অবস্থান ৩ - ব্রিক লেন, উডসীর স্ট্রিটের উল্টোদিকে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ</u>

ওল্ড ট্রুম্যান ব্রুয়ারী (৭) কমপ্লেক্সের ঠিক ভেতর দিয়ে ব্রিক লেন চলে গিয়েছে, এটি বিখ্যাত ক্রসওভার ব্রিজের ফ্রেমে বাঁধা আছে। যদিও এখানে চোলাই কাজ ১৬৬৬ থেকে শুরু হয় কিন্তু এখানে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর ভবন আছে। জোসেফ ট্রুম্যান ১৬৭৯ সালে এই জায়গাটি কিনে নেন এবং ১৭৩০ সালে এর সম্প্রসারণ শুরু হয়।

স্থপতি জন প্রাইসের নকশায় নির্মিত ডাইরেক্টরস্ হাউজটি ব্রিক লেনের পশ্চিমে অবস্থিত, এর ভেতরে খুবই সুন্দর। এটি ১৭৪৫ সালে চোলাইখানার মালিকের অফিস ও ঘর হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এর পেছনে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত বেশ কিছু ভবন আছে, এর ভেতরে ১৯৭০ এর দশকে স্থপতি অরূপ এ্যাসোসিয়েটসের দৃষ্টিনন্দন বর্ণিল ফাসাডের ভবনটি

উল্লেখযোগ্য। ব্রিক লেনের অন্য দিকের ভবনগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত এবং এগুলির ভেতরে সাদামাটা ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এর ভেতরে আছে বয়লার হাউজ, ভ্যাট হাউজ এবং সুদৃশ্য লাল ইটের চিমনী। চোলাইখানাটি ১৯৮৮ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৯১ থেকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জায়গাটিকে অফিস, শিল্পকলা, কেনাকাটা এবং মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তর করা হয়েছে।

হ্যানবারি স্ট্রিট, প্রিন্সলেট স্ট্রিট (৯), উডসীর স্ট্রিট এবং কাছের অন্যান্য রাস্তাগুলিতে অনেকগুলি খুবই সুদৃশ্য ঐতিহাসিক আবাসিক টেরেস আছে। এগুলির কিছু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত যখন এই এলাকাটি সমৃদ্ধতার শীষে ছিল। এছাড়াও এখানে উনবিংশ শতাব্দীর মনোরম ও সুন্দর ঘরবাড়ী দেখা যায়। ১৯ প্রিন্সলেট স্ট্রিটে ফাসাডের পেছনে আগেকার একটি সুন্দর সিনাগগ আছে। হ্যানবারি স্ট্রিটের সাথে কমার্শিয়াল স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ১৯৩০ এর দশকের পাবলিক হাউজ দেখা যায়, এটি নিও-জর্জিয়ান আদলে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে পাশেই চোলাই করা মদ বিক্রি করা হত।

এর কাছেই কমার্শিয়াল স্ট্রিটে বিশপসগেটগুডস্ স্টেশানের সুবিধার জন্য ১৮৪০ সালে ইস্টার্ন কাউন্টিজ্ রেলওয়ে প্রথমবারের মত বিরাট আকারের বিশপসগেটগুডস্ ইয়ার্ড (৬) নির্মাণ করে।। এখন এই স্টেশানের প্রায় কিছুই অবশিষ্ঠ নেই এবং এই জায়গাটি মিশ্র কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং সেই অনুসারে এটিকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ভেতরে একটি চমৎকার নতুন পার্ক আছে, নতুন শোর্ডিচ স্টেশানটি এই কাজের প্রথম পর্যায়। কিন্তু ঐতিহাসীক ব্রেইথওয়েইট ভায়াডাক্ট টিকে আছে এবং স্ক্যাটার স্ট্রিটে একটি আর্কেডকৃত দেয়ালের সাথে এটিকে নতুন উন্নয়ন কাজের সালে সংযুক্ত করা হবে। কোয়েকার স্ট্রিটে একটি পুরাতনগুদাম ঘরের আকৃতিতে পুরাতন স্টেশানের ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়, এর জানালাগুলি খিলান আকৃতির এবং সামনের দিকে মুখ করা গ্যাবলেস দেখে আসল স্টেশানের নকশার একটি ধারণা পাওয়া যায়।

ব্রিক লেন এবং এর আশেপাশের প্রতিটি রাস্তা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।

অবস্থান ৪ - ব্রিক লেন, উডসীর স্ট্রিটের উল্টোদিকে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

ব্রিক লেন জামে মসজিদ (১০) ফার্নিয়ার স্ট্রিটের উল্টোদিকের কোণায় অবস্থিত এবং এটি স্পিটালফিল্ডসে বিভিন্ন সময়ে আগত অভিবাসীদের কথা স্মরণ করে দেয়। এটি প্রথম ১৭৪৪ সালে ফরাসী হিউগোনট চ্যাপেল হিসাবে নির্মিত হয়। ১৮১৯ সালে এটি একটি মেথডিস্ট চ্যাপেল এবং ১৮৯৭ সালে একটি সিনাগগে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে এটিকে ক্রমবর্ধমান মুসলমান সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদে পরিণত করা হয়। এই ভবনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র এই এলাকায় কত সম্প্রদায় যে বসতি করেছিল তাই নয় বরং কালের যাত্রায় নবাগতরা যে তাদের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে সেটিও প্রমাণিত হয়। এখানে নগরায়নের সর্বশেষ সংযোজন হল ডিজিএ আর্কিটেক্টের নকশায় নির্মিত মিনার আকৃতির নতুন স্থাপত্য, এটি কালচারাল ট্রেইলের একটি মূল অংশ।

ফার্নিয়ার স্ট্রিট (১৪) এবং এর আশেপাশের এলাকাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি পুরাতন মার্কেট গার্ডেনের জায়গায় নির্মাণ করা হয়। ১৭১৮ সালের পরে রাস্তাটিতে যে ঘরবাড়ী তৈরী করা হয় সেগুলি ধ্রুপদী কায়দার ও সামনের দিক সমতল বৈশিষ্ট্যের (গ্র্যান্ড ফ্ল্যাট-ফ্রন্টেড ক্ল্যাসিক্যাল হাউজ), এগুলির বৈশিষ্ট্য হল স্যাশ উইন্ডো (জাফরি কাটা জানালা) এবং নকশাদার ডোরওয়ে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে শিল্প কারখানার জন্য এগুলির ব্যবহার এবং যত্নের অভাবে নষ্ঠ হলেও এই আমলের অধিকাংশ ঘরবাড়ী আজও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। স্পিটালফিল্ডস্ হিস্টরিক বিল্ডিংস্ ট্রাস্ট এর অনেকগুলিকে রক্ষা করেছে এবং এগুলি এখন সংরক্ষিত ভবন।

ক্রাইস্ট চার্চ (১২) ইংল্যান্ডের অন্যতম সুদৃশ্য বারোক চার্চ হিসাবে সুপরিচিত এবং এটি ফার্নিয়ার স্ট্রিট ও কমার্শিয়াল স্ট্রিটের কোণায় অবস্থিত। ১৭১৪ সালে নিকোলাস হকস্মুর এর নকশা করেন এবং এর নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৭২৯ সালে। এর সুউচ্চ টাওয়ার এবং চুড়া এই এলাকায় অন্যতম পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৬০ এর দশকে এটি

ভান্ডার হুমকি আসে, ফ্রেন্ডস্ অফ ক্রাইস্ট চার্চ এটিকে রক্ষা করে। ১৯৭৬ সালে তারা প্রচুর অনুদান ও হেরিটেজ ফান্ডিংয়ের পয়সা দিয়ে এটির আগাগোড়া সংস্কারের কাজ শুরু করে। এর ভেতরের গ্যালারী আসল পরিকল্পনা অনুসারে পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে।

কমার্শিয়াল স্ট্রিট বরাবর ওল্ড স্পিটালফিল্ডস্ মার্কেট (১৩) ১৮৮৩ এবং ১৮৯৩ সালে নির্মাণ করা হয়। এটি ১৬৮২ সালে একই জায়গায় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বাজারের উপরে নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে এটি বন্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত লন্ডনের ফলমুল ও শাকসব্জী বিক্রির বাজার হিসাবে কাজ করেছে। এই ভবনটিতে এখন নতুন দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে এবং এর পশ্চিমের জায়গাটির উন্নয়ন সাধন করে স্থপতি নরম্যান ফস্টারের নকশায় দোকানপাট ও অফিস গড়ে তোলা হয়েছে। এর ভেতরে আছে বিশপস্ স্কোয়ার পাবলিক স্পেস, আচ্ছাদিত মার্কেট এবং মধ্যযুগীয় প্রায়োরির ধ্বংসাবশেষ।

ব্রিক লেনের পেছনে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী সরু ও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রাস্তার নেটওয়ার্ক, লেন ও কোর্টইয়ার্ড আছে যেগুলি চিহ্ন আজও খুঁজে পাওয়া যায়। এর ভেতরে টিকে আছে এমন সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল পুমা কোর্ট (১১)। আজও এখানে রাস্তায় ফ্ল্যাগস্টোন এবং দোকানের সামনে পুরাতন দিনের ছোঁয়া দেখা যায়। নরটন ফোলগেট আলমস্হাউজ সেই ১৮৬০ সালে নির্মিত হয়েছিল।

ব্রিক লেন এবং এর আশেপাশের প্রতিটি রাস্তা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।

<u>অবস্থান ৫ - ব্রিক লেন, ওল্ড মন্টেগু স্ট্রিটের উল্টোদিকে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ</u>

১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত ওল্ড মন্টেগু স্ট্রিটে উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বেশ কিছু তিন তলার কটেজ ছিল যেগুলিতে অনেক ছোটখাট ইঁহুদী দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মরত ছিল। এগুলি সব ভেঙ্গে ফেলে সেখানে কোর্টইয়ার্ডের চারপার্শ্বে আধুনিক নকশায় ছোট আকারের ঘরবাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। ইস্ট এন্ডের রাস্তাঘাটের প্রাচীন নিদর্শন ১৯৩৬ সালে স্থপতি এডওয়ার্ড ট্যানার নির্মিত একটি আর্ট ডেকো স্টাইলের ফ্ল্যাট ব্লকগুলির ভেতরে দেখা যায়। ব্রিক লেনের কোণায় একটি সুদৃশ্য ভিক্টোরিয়ান আমলের পাবলিক হাউজ আছে।

পূর্ব প্রান্তে গ্রেটরেক্স স্ট্রিটে গ্রেট গার্ডেন সিনাগগ সংস্কারের মাধ্যমে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এর দ্বারা এই এলাকার অতীত ইতিহাসের কিছুটা বোঝা যায়। এটি একটি "আদর্শ" সিনাগগ এবং ১৮৯৬ সালে স্থপতি লুইস সলোমন ফেডারেশান অফ সিনাগগের জন্য এটি নির্মাণ করেন। ১৮৯৬ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয় এবং ১৯৬০ এর দশকে এর সম্প্রসারণ করা হয়; ১৯৯০ এর দশকে এটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তিতে এটিকে অফিসে রূপান্তর করা হয়। হেনেজ স্ট্রিটে আরো একটি আগেকার দিনের সিনাগগ আছে যেটিকে এখন ফ্ল্যাটে পরিণত করা হয়েছে। এর নিচ তলার সামনের দিকে নকশার কাজ আছে। ওয়েন্টওর্থ স্ট্রিটের পশ্চিমে একটি সুদৃশ্য লাল ইটের খিলানের মাধ্যমে ভিক্টোরিয়ান আমলের বসতবাড়ীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এটিকে নতুন হাউজিং ডেভলাপমেন্টে পূণঃব্যবহার করা হচ্ছে, কমার্শিয়াল স্ট্রিটের আরো পশ্চিমে আরো একটি মনোরম পাবলিক হাউজ আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্যাশান স্ট্রিটের (১৬) আসল নাম ছিল ফোসেন স্ট্রিট, এখান থেকে পরে বিকৃত হয়ে ফ্যাশান স্টিটের নামকরণ হয়। এটি ব্রিক লেনের পশ্চিমে অবস্থিত এবং এখানে ১৯০৫ সালে ব্যবসায়ী আব্রাহাম ও উলফ্ ডেভিস দোকানের আর্কেড হিসাবে প্রাচ্যের কায়দায় যে "মুরিশ মার্কেট" নকশা ও নির্মাণ করেছিলেন সেটি আছে। এরকম নকশা বেশ অপ্রচলিত এবং খুব একটা দেখা যায় না। এর খিলানগুলি ঘোড়ার খুরের মত। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য ভালমত জমেনি তাই ১৯০৯ সালে এটিকে শিল্প কারখানার কাজের জন্য রূপান্তর করা হয়। অনেক বছর আলাপ আলোচনার পরে এটিকে ২০০৩ সালে দক্ষতার সাথে সংস্কার করে ব্যবসার জন্য তৈরী করা হয়। ফ্যাশান স্ট্রিটের অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু লাল ইটের দোকান দেখা যায় যেগুলিতে ধাপে ধাপে গ্যাবেল দেখা যায়। কালের বিবর্তনে এগুলির তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। কমার্শিয়াল স্ট্রিটের আরো পশ্চিমে হোয়াইট রোতে উনবিংশ শতাব্দীর গুদামঘর এবং

অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি সুদৃশ্য ঘর আছে। কমার্শিয়াল স্ট্রিটে অনেকগুলি সুন্দর ও মনোরম ভিক্টোরিয়ান আমলের গুদামঘর আছে।

ব্রিক লেনের ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল (১৫) ১৮৭৩ সালে ভিক্টোরিয়ান গথিক ধারায় নির্মিত হয়, এর পিচের ছাঁদটি বেশ খাড়া। এটি ১৭০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি চ্যারিটি স্কুলের উত্তরসূরী হিসাবে যাত্রা শুরু করে, এর ছড়ানো ডানার মত ভবন আছে, এগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জায়গা দেয়া হত। এটি ব্রিক লেনের ব্যস্ত নগর জীবনের ভেতরে এটি একমাত্র অব্যবসায়ীক ভবন।

ব্রিক লেন এবং এর আশেপাশের প্রতিটি রাস্তা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।

<u>অবস্থান ৬ - অজবর্ন স্ট্রিট, হোয়াইটচ্যাপেল রোডের উত্তরে - এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ</u>

কোলচেস্টারের দিকে যে রোমান রোড চলে গিয়েছিল সেটি অলগেটে শহরের দেয়াল ঘেঁষে বিদ্যমান ছিল। এটি সিটি অফ লন্ডনের একটি অন্যতম ঐতিহাসীক চলারপথ। মধ্যযুগীয় আমলে এটি "এ্যালেগেটস্ট্রিট" নামে পরিচিত ছিল, এটি ১১১০ সালে পূর্ব দিকে বো ব্রিজ নির্মাণের পরে বর্তমানের অবস্থানে নিয়ে আসা হয়। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণে দেখা যায় যে এখানে স্যাক্সন আমলের শেষে একটি ব্যস্ত নগরী ছিল এবং মধ্যযুগীয় আমলের ভেতরে পুরো এলাকাটি পাথুরে "হোয়াইট চ্যাপেল" কেন্দ্র করে পুরো এলাকাটি বিস্তৃতি লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ভেতরে এই এলাকায় ৩০০০ ঘর গড়ে ওঠে এবং এখানে এসে ইঁহুদী অভিবাসীরা বসতি শুরু করে। এই আমলের বৈশিষ্ঠ্য হল সরু গলি ও ভবনের সামনের সরু দিক।

হোয়াইটচ্যাপেল গ্যালারী ১৮৯৮-১৯০১ সালের ভেতরে নির্মিত হয়, সমাজ সংস্কারক ও মিশনারী ক্যানন স্যামুয়েল আগাস্টাস বার্নেট এবং তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা পূর্ব লন্ডনের লোকজন যে বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলি দেখতে পারেন সেজন্য এটি নির্মাণ করেন। আর্টস্ এ্যান্ড ক্র্যাফট্স স্থপতি চার্লস হ্যারিসন টাউনসেন্ড এর নকশা করেছিলেন, এটি লন্ডনের ভেতরে ন্যুভ স্থাপত্যের হাতে গোনা কয়েকটি উদাহরেণের একটি। খিলানের উপরে যে অঙ্কিত প্যানেল আছে সেটি আসলে শিল্পী ওয়াল্টার ক্রেনের মোজাইকের ভার বহনের জন্য তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু এটি কখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

হোয়াইটচ্যাপেল গ্যালারী (১৭) গত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমানে আধুনিক ও সমসাময়ীক শিল্পকর্ম প্রদর্শনের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরো তথ্য জানার জন্য www.whitechapelgallery.org ওয়েবসাইট দেখুন।

হোয়াইটচ্যাপেল লাইব্রেরি (পাশেই) (১৭) ১৮৯১-২ সালে প্যাসমোর এডওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত ইস্ট এন্ডের তিনটি লাইব্রেরীর একটি। ২০০৩ সালে গ্যালারী এটির দায়িত্ব গ্রহন করে; উইদারফোর্ড ওয়াটসন ম্যান আর্কিটেক্টস্ এটিকে কমপ্লেক্সের সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জোড়া দেয়ার কাজ করেছে। এর কাছেই আছে আলতাব আলী পার্ক (১৮), বর্ণবাদী আক্রমণে নিহত আলতাব আলীর স্মরণে এই পার্কের নামকরণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের শহীদ মিনার এবং একটি স্মারক তোরণ আছে। এই জায়গাতে আগে সেন্ট মেরিজ হোয়াইটচ্যাপেল ছিল এবং এটিই হল প্রকৃত "হোয়াইট চ্যাপেলের" আসল জায়গা।

হোয়াইটচ্যাপেল বেল ফাউন্ড্রী (১৯) ১৫৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠান, এরা ৪০০ বছরেরও বেশী সময় ঘন্টা নির্মাণ করেছে। এদের তৈরী বিখ্যাত ঘন্টার ভেতরে আছে বিগ বেন এবং ফিলাডেলফিয়ার লিবার্টি বেল। এই ফাউন্ড্রী, ঘর ও দোকান ১৭৩৮ সালে হোয়াইটচ্যাপেল রোডের উল্টেদিকে বর্তমানের জায়গাতে চলে আসে এবং তারা ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন শিল্পকর্মের টিকে থাকার নিদর্শন বহন করে।

হোয়াইটচ্যাপেল হাই স্ট্রিটের অন্য দিকে আছে সেন্ট্রাল হাউজ (লন্ডন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি), এটি ১৯৬৪ সালে নির্মিত হয় এবং কমার্শিয়াল রোড ও হোয়াইটচ্যাপেল হাই স্ট্রিটে সংযোগস্থলের পূর্ব দিকের সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ার মত ভবন। কমার্শিয়াল স্ট্রিটের আরো পশ্চিমে আছে লাল ইটের গথিক ধারায় নির্মিত টয়েনবি হল, এটি ১৮৮৫ (২০)

সালে নির্মিত হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেন এখানে এসে সামাজিক ও শিক্ষাগত কাজ করতে পারেন সেজন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি সমাজ সংস্কারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। অক্সফোর্ডের সংস্কারক আর্নল্ড টয়েনবির নাম অনুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন তরুণ শিক্ষক যিনি দুস্থদের ভেতরে কাজ করার সময় মৃত্যু বরণ করেন।

এই পুরো জায়গা এখন কনজারভেশান এরিয়ার (সংরক্ষিত এলাকা) মর্যাদা পেয়ে সুরক্ষিত হয়েছে।